

সংবাদ

আনন্দময় শিশুশিক্ষার জন্য স্কুলব্যাগের ওজন কমানো জরুরি

সঞ্জীব কুমার বিশ্বাস

সোহান বেসরকারি একটি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের অনেক পাঠ্যবই। আরো আছে ক্লাস ও বাড়ির কাজের বিষয়ভিত্তিক খাতা, ডায়েরি, পেনসিল বক্স ও টিফিন বক্স এবং পানির বোতল। তাই সাহায্য নিতে হয় স্কুলব্যাগের। স্কুলব্যাগই এগুলো বহন করার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক। কিন্তু ব্যাগ বেশি ভারী হওয়ায় হাঁটতে ওর কষ্ট হয়। শরীর বাঁকা হয়ে যায়। ব্যাগের কথা জিজ্ঞেস করতাই সোহান বলে তার খুবই কষ্ট হয়। ওর মা বলেন, আমার ছেলের ঘাড় ও পিঠে প্রায়ই ব্যথা হয়। কোনো কোনো দিন পায়েও ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমানে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে দেশের অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনের শিশুদের সোহানের মতো একই অবস্থা। পক্ষান্তরে, শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষার্থীর বয়স ও ধারণক্ষমতা বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত বই নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ তিনটির সঙ্গে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে আরো তিনটি বই- বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা।

প্রে মানে খেলাধুলা, তাই বহির্বিষয়ের প্রায় দেশেই প্রে শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা টানা এক বছর তার শ্রেণী শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সঙ্গে খেলাধুলা করে সময় কাটায়। এর মধ্য দিয়েই প্রকৃতি, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নার্সারি অর্থাৎ পরিচর্যা। তাই এ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। প্রে এবং নার্সারির দু'বছর পার হওয়ার পর শারীরিক যোগ্যতা অর্জন শেষে তাকে ভর্তি করা হয় প্রথম শ্রেণীতে। পাঠ দেয়া হয় বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করে হিসাব-নিকাশ কষার।

আমাদের দেশে প্রে, নার্সারি, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড (NCTB) এর তালিকার বাইরে নিয়মবহির্ভূত সহায়ক বই পড়তে বাধ্য হচ্ছে স্কুল ছাত্ররা। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণ, সমাজ বিজ্ঞান, অঙ্কন, হাতের সুন্দর লেখা ও সাধারণ জ্ঞানের বই। তবে পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা থাকায় বাড়তি সহায়ক বই তুলনামূলক কম। উপরন্তু কোনো কোনো স্কুলে শিশুদের পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে এক শ্রেণী উপরের বই। আছে স্কুলের বাড়তি উপার্জনের ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিটি বিষয়ের আলাদা খাতা। এতে অভিভাবকদের যেমন খরচের তালিকা লম্বা করছে, তেমনই তা শিশুদের বইয়ের বোঝা বাড়িয়েছে, বাড়িয়েছে ব্যাগের বোঝাও। অর্থাৎ স্কুলব্যাগের ওজন বেড়েই যাচ্ছে।

শিশুশিক্ষা বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময়ই শিশুদের বইয়ের বোঝা কমানোর তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, শিশুদের জন্য শিক্ষা হতে হবে আনন্দময়। প্রথম শ্রেণীতেই এমন কোন পাঠ্যসূচি নেয়া ঠিক হবে না, যা শিশুদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দিলে পড়াশোনার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। তাই খেলাধুলাসহ অন্য যেভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সে ধরনের উদ্যোগও তাদের জন্য নিতে হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত NCTB এর ১৭টি

বইয়ের ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট রয়েছে এ কার্যক্রমের আওতায়। বর্তমান সরকার এখন পর্যন্ত ১৫শ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করেছে এবং পাঁচ হাজার বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ দিয়েছে। বই পড়ে শেখা, আর চোখে দেখে শেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষাকে আনন্দমুখর করতে স্কুলেও সে পরিবেশটা রাখতে হবে। আর ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল কন্টেন্টগুলো শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়কে সহজ এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক, আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করবে।

শিশু বিশেষজ্ঞদের মতে, বই-খাতা ভর্তি স্কুলব্যাগের ওজন শিশুদের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত না। একটি শিশুর ওজন যদি ২০ কেজি হয় তবে তার স্কুলব্যাগের ওজন হবে ২ কেজির নিচে। দিনের পর দিন ভারী ব্যাগ বহন করে শুধু শিশু বয়সে নয়, ভবিষ্যৎ জীবনেও তারা মেরুদণ্ড, ঘাড় ও পিঠব্যথাসহ নানা অসুখের ঝুঁকিতে পড়ছে। বর্তমানে শিশুদের বেঁটে হওয়ার কারণ স্কুলব্যাগের ওজন। শিশুর পিঠব্যথার সঙ্গে স্কুলব্যাগের ওজনের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাপত্রে দেখা গেছে, ভারী স্কুলব্যাগ বহনকারী শিশুদের মধ্যে যারা অতিরিক্ত ওজনের ব্যাগ বহন করছে তারা পিঠে ব্যথায় বেশি ভুগছে।

সম্প্রতি প্রতিবেশী দেশ ভারতের মহারাষ্ট্র আদালত স্কুলব্যাগ সংক্রান্ত আইন করেছে। বাংলাদেশেও শিশুদের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ভারী স্কুলব্যাগ নিষিদ্ধ করতে 'ও থ্রি'-প্রাইমারি শিশুদের ব্যাগ বহন না করতে কেন আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

স্কুলব্যাগের ওজন সহনীয় করতে নিম্নলিখিত উপায়গুলো অনুসরণ করা যায়: কিনতে হবে অপেক্ষাকৃত কম ওজনের কাপড়ের ব্যাগ; পিঠে ঝোলানোর জন্য আরামদায়ক প্যাডযুক্ত মোটা ফিতা থাকতে হবে দুটি; কোমরের চার ইঞ্চি নিচ পর্যন্ত ব্যাগ ঝোলানো যাবে; ব্যাগের নিচের অংশ ফিতা দিয়ে কোমর বরাবর বেঁধে দিতে হবে, যাতে হাঁটার সময় নড়াচড়া না করে; প্রতিদিনই নতুন করে প্যাকিং করতে হবে। শুধু সেদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসই থাকবে; অপেক্ষাকৃত ভারী জিনিসগুলো পিঠের কাছে রাখতে হবে; সন্ধানের দুই হাত ব্যাগের দুই ফিটার ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে তার পিঠে ঝুলিয়ে দিতে হবে; শিক্ষার্থীকে সচেতন করতে হবে যেন পিঠে বা কাঁধে সামান্য ব্যথা অনুভূত হলে সঙ্গে সঙ্গেই অভিভাবককে অবহিত করে এবং বিদ্যালয়গুলোতে বিভক্ত খাবার পানি ও খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুশিক্ষা হতে হবে শিশু উপযোগী- তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা, ভাবনা, পরিকল্পনা হলেই কেবল শিশুর ব্যাগের বোঝা কমানো সম্ভব। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক- সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আপামি প্রজন্ম ও দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে শিক্ষাকে শিশুদের জন্য আনন্দময় করতে হবে। সে কারণেই স্কুলব্যাগের ওজন কমানো খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া যায় ততই শিশুদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

(পিআইডি ফিচার)